যুগান্তর

তারিখ: 24 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাঙ্গামাটির বেসরকারি কলেজগুলোয় তীব্র শিক্ষার্থী সংকট

সুশীল প্রসাদ চাকমা, *রাঙ্গামাটি থেকে*

এক-তৃতীয়াংশ আসন খালি থাকার সম্ভাবনা

বরাবরের মতো রাঙ্গামাটির বেসরকারি কলেজগুলোয় এবারও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীর সংকট দেখা দিতে পারে। প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় তারা বেশিরভাগই রাঙ্গামাটি সদরের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং মহিলা কলেজে ভর্তি হয়। আর মেধাবী, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যায়। এসব কারণে স্থানীয় বেসরকারি কলেজগুলো শিক্ষার্থী সংকটে পড়ে। এ বছরও একই পরিস্থিতির মুখে রাঙ্গামাটির বেসরকারি কলেজগুলো শিক্ষার্থী সংকটে পড়ার আশংকা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সূত্র মতে, স্থানীয় কলেজগুলোয় আসন সংখ্যার তুলনায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কম। এ ছাড়া বেশিরভাগ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হতে চলে যাচ্ছে বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ফলে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংকটে পড়বে রাঙ্গামাটি কলেজগুলো। চলতি বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রায় ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় কলেজগুলোর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অধিকাংশ আসন খালি থাকবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপজেলার বেসরকারি কলেজগুলোয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবর্ষ চালু করাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানা গেছে, রাঙ্গামাটি জেলায় ২টি সরকারি ও ১০টি বেসরকারি কলেজের বিভিন্ন শাখায় প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থীর আসন রয়েছে। পাশাপাশি রাঙ্গামাটি লেকার্স পাবলিক স্কুলের কলেজ শাখায় চলছে একাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম। শিক্ষার্থীর অনুপাতে কলেজের আসন সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ খালি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্র জানায়, চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৭০ বিদ্যালয়ের মোট ৩ হাজার ৪৮২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২ হাজার ১৪৫ জন। ফেল করেছে ১ হাজার ৩৩৭ জন। জেলায় পাসের হার ৬১.৬০ ভাগ। পাসের হার গত বছরের চেয়ে ২.৪৬ ভাগ কমেছে। এদের মধ্যেও অনেকেই ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাইরে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। রাঙ্গামাটি সদরে অবস্থিত লেকার্স পাবলিক স্কুলে চালু হওয়া কলেজ শাখায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের হিড়িক পড়েছে। পাশাপাশি জেলা সদরে রয়েছে বিএম ইন্সটিটিউট। সেখানেও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে কিছু শিক্ষার্থী। জেলার কাউখালী ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় ২টি করে কলেজ থাকলেও এ দু'উপজেলাতেই এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীর তুলনায় কলেজের আসন সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি। লংগদু, রাজস্থলী ও নানিয়ারচর উপজেলার কলেজগুলোতেও একই অবস্থা। কাপ্তাই উপজেলায় ২টি বেসরকারি কলেজ এবং কাপ্তাই সুইডেন পলিটেকনিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যার তুলনায় পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম।